



273116 - যবে ব্যক্তি ইন্টারনেটে থেকে পণ্য কনি সটো গ্রহণরে সময় মূল্য পরশিোধ কর... বধৈ রূপ ও হারাম রূপ

প্রশ্ন

ইন্টারনেটে মাধ্যমে কনোকাটার ব্যাপারে আমার একটা প্রশ্ন আছে। যদি পণ্য গ্রহণ করার সময় মূল্য পরশিোধ করা হয় বা ব্যাংকিং ট্রান্সফাররে মাধ্যমে অগ্রমি পরশিোধ করা হয়; যদি কথার মাধ্যমে কথিা ছবরি মাধ্যমে পণ্যটার ববিরণ দেওয়া থাকে কথিা নমিনোক্ত বক্রিযিোগ্য পণ্যরে ববিরণ দেয়া না থাকে: ১. অ-স্বর্ণ বা অ-রৌপ্য পণ্য কথিা স্বর্ণরে প্রলপে দেওয়া পণ্য। ২. স্বর্ণ বা রৌপ্য বা স্বর্ণরে প্রলপে দেওয়া পণ্য; হোক সটো স্বর্ণরে প্রলপে দেওয়া রৌপ্য কথিা স্বর্ণরে প্রলপে দেওয়া অন্য যবে কনো ধাতু। ৩. আংটি, চুড়ি, ঘড়ি এবং যবে কনো অলংকার যদি স্বর্ণ বা রৌপ্যরে তরৈ হয় কথিা স্বর্ণরে প্রলপে দেওয়া থাকে। ৪. সোনালী রঙরে অলংকার ও পাত্র; তবে প্রলপে দেওয়া নয়। ৫. আতর বা অন্য যবে জনিসিগুলো কথা বা ছবি দিয়ে ববিরণ দেওয়া সম্ভবপর না। উপর্যুক্ত অবস্থাগুলোর ব্যাপারে বসিতারতি জানতে চাই। যবে ব্যক্তি এ শ্রণীগুলাের মধ্য থেকে জায়ে নয় এমন কিছু নিজরে জন্য বা কাউকে উপহার দেওয়ার জন্য অজ্ঞতাশতঃ বা ভুলবশতঃ ক্রয় করছে তার করণীয় কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

নগদ অর্থ দিয়ে যা কিছু কনো হয় তা দুই ধরনরে:

১- যটোর ক্ষত্রে বনিমিয়রে দুটি বস্তু (মূল্য ও পণ্য) উপস্থতি থাকা এবং হাকীকী বা হুকমীভাবে আদানপ্রদান সম্পন্ন হওয়া শর্ত। এ প্রকাররে পণ্য হল স্বর্ণ, রৌপ্য ও নানান মুদ্রা। হাকীকী আদানপ্রদান সম্পন্ন হয় একই মজলসিে নগদ অর্থ প্রদান করা এবং স্বর্ণ বা মুদ্রা গ্রহণ করার মাধ্যমে।

আর হুকমী আদানপ্রদান সম্পন্ন হয় সত্যায়তি চকে প্রদান করা কথিা তৎক্ষণাৎ ব্যাংক একাউন্টে অর্থ জমা করা এবং একই মজলসিে স্বর্ণ গ্রহণ করার মাধ্যমে।

পারস্পরিক আদানপ্রদান শর্ত হওয়ার পক্ষে দলীল হল সহহি মুসলমিে (১৫৮৭) উবাদা ইবনুস সামতি রাদিয়াল্লাহু আনহু



কর্তৃক বর্ণিত হাদীস; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, “স্বর্ণের বনিমিয়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বনিমিয়ে রৌপ্য, গমের বনিমিয়ে গম, যবের বনিমিয়ে যব, খজুরের বনিমিয়ে খজুর এবং লবণের বনিমিয়ে লবণে লনেদনে সমান সমান ও নগদ নগদ হতে হবে। যদি জাতগুলো ভিন্ন ভিন্ন হয় তাহলে যতোবো ইচ্ছা সতোবো বক্রি করো; তবে নগদ নগদ।”

স্বর্ণ-রৌপ্যের যে হুকুম নানান মুদ্রারও সেই হুকুম।

অতএব:

গ্রহণের আগে বা পরে পরিশোধ করার মাধ্যমে স্বর্ণ বা রৌপ্য কোনো জায়গে নয়। বরং একই মজলসি বনিমিয়ে উভয় বস্তুর আদানপ্রদান সম্পন্ন হওয়া আবশ্যিক।

স্বর্ণের প্রলপে দেওয়া বস্তু স্বর্ণের হুকুম পরগ্রহণ করবে; যদি প্রলপেকে খসে খসে কথিবা আগুনে পুড়িয়ে এর থেকে স্বর্ণ সংগ্রহ করা যায়।

আর যদি নিছক রং হয়; যার থেকে কোন কিছু সংগ্রহ করা না যায় কথিবা নকল স্বর্ণ হয়; তাহলে স্বর্ণ-রৌপ্যের হুকুম গ্রহণ করবে না। বরং সটো দ্বিতীয় প্রকারের অধিনে পড়বে; যার আলোচনা সামনে আসতছে।

নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “যদি আংটি রৌপ্যের তরী হয়; তবে এতে স্বর্ণের প্রলপে দেওয়া থাকে কথিবা তরবারীসহ অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্রের যদি স্বর্ণের প্রলপে দেওয়া থাকে; যদি এই প্রলপেকে আগুনে পোড়ালে এর থেকে কিছু স্বর্ণ সংগ্রহ করা যায় তাহলে সর্বসম্মতক্রমে সটো হারাম।”[আল-মাজমূ (৪/৪৪১) থেকে সমাপ্ত]

২- যা কিছু বক্রি করার ক্ষেত্রে বনিমিয়ে বস্তুদ্বয় (মূল্য ও পণ্য) উপস্থিতি থাকা শর্ত নয়। বরং যে কোনও একটা উপস্থিতি থাকাই যথেষ্ট। এ প্রকারের পণ্য হলো অবশিষ্ট সকল জিনিস; যমেন: আতর, কাপড়, গাড়ি বা জমা।

অতএব এতে মূল্য বলিম্বে ও পণ্য নগদে হওয়া জায়গে। এটাকে বলা হয়: বাইয়ে আজাল (বাকীতে বক্রি)।

আবার মূল্য নগদে ও পণ্য বলিম্বে হওয়াও জায়গে। এটাকে বলা হয় ‘বাইয়ে সালাম’। এক্ষেত্রে বিশেষ কিছু শর্ত আছে।

যমেন:

পণ্যটি বিশেষিট্য দ্বারা নরিণয়যোগ্য হওয়া।

লনেদনের মজলসি সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করা। অর্থাৎ পণ্য কোনও ব্যাপারে চুক্তিবিদ্ধ হওয়ার সময়ে পরিশোধ করা; পণ্য হস্তান্তর করার সময় পর্যন্ত বলিম্বে করা জায়গে নয়।



আমাদরে পূর্ববোক্ত আলোচনা থেকে জানা গলে যে বনিমিয়রে উভয় বস্তু (মূল্য ও পণ্য) বলিম্বে হস্তান্তর করা জায়যে নয়। এটাকে বলা হয় 'বাইউল কালি বলি-কালি'।

সুতরাং প্রশ্নে উল্লেখিত পণ্যসমূহের মধ্যে কোনে কছির করয়বকিরয় জায়যে হবে না; যদি সেই পণ্যকে করয়বকিরয় চুক্তরি মজলসি হস্তান্তর করা না হয় কথিবা বকিরতো সটোর মূল্য গ্রহণ না করে।

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন: “বকিরতি বস্তু হস্তগত করা কথিবা মূল্য হস্তগত করার আগে করয়-বকিরয়ের মজলসি ত্যাগ করা জায়যে নহে। এটা শাফয়ীর অভিমত। কোনে এটা জিম্মায় আরোপতি বকিরয়। তাই বাইয়ে সালামরে মত বনিমিয়রে দুই বস্তুর (পণ্য ও মূল্য) কোনে এটা হস্তগত হওয়ার আগে আলাদা হওয়া জায়যে নয়।”[আল-মুগনী (৩/৪৯৭)]

এ ধরনের লনেদনেকে সঠিক করার পন্থা হল:

নরিদ্ষিট বশৈ্ষিট্যরে অধিকারী কোনে পণ্য বকিররি ব্যাপারে ঐকমত্য হওয়া। এ ঐকমত্য নছিক একটা ওয়াদা; যটো কোনে পক্ষ মানতে বাধ্য থাকবে না। এরপর কর্তোর কাছে যখন পণ্যটি উপস্থিতি হবে তখন সে সম্মত হলে করয়বকিরয় চুক্তরি সম্পাদতি হবে এবং সে পণ্যটি গ্রহণ করবে।

ইন্টারনেটে মাধ্যমে করয়বকিরয়ের ব্যাপারে, বাইয়ে সালামরে সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে এবং পণ্যরে মালকি হওয়া ও তদ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে ইতপূর্ববে আমরা অনেকে ফতোয়া দয়িছে। দখুন: প্রশ্নোত্তর নং- 182364, 160559, 259320 ও 254814।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।